খুন?

খুন?

বিকাশ রায়

খুন?
বিকাশ রায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ১৮৫ টাকা

Khun? by Bikash Ray Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 185 Taka RS: 185 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98715-0-7

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার ছোট্ট সমুদ্রকে—

লেখকের কথা

গল্প আমাদের নৈমিত্তিক জীবনের সাথী। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবন মানেই অহরহ অসংখ্য গল্পের নামান্তর। যারা সাহিত্য-গবেষক তাদের মত ভিন্ন থাকতে পারে তবে আমার কাছে গল্প মানেই জীবন। অনেকে ভয়ের গল্প পড়তে চান না কারণ তাদের ধারণা সেগুলো উঁচুদরের সাহিত্য নয়। তাদের ধারণা কতটা সত্য জানি না তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প', 'মায়া'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদপোড়া'; সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'হরির হোটেল' কিংবা 'স্টেশনের নাম ঘুমঘুমি' এসব গল্পগুলোতে অন্য এক জীবনের গন্ধ আছে।

নামি গল্প-লিখিয়েদের অনেকেরই এমন ভৌতিক গল্প লেখার বাতিক ছিল এবং ভালোই লিখতেন। তাদের অনুসরণে আমার এই প্রয়াস। অন্যান্য গল্পের চেয়ে ভৌতিক গল্প লেখা সহজ কিন্তু সে গল্পের সাহায্যে পাঠকের আগ্রহ টেনে নেওয়া কঠিন, কারণ ভৌতিক লেখায় পাঠক একটিমাত্র রসেরই পরিচয় পান।

আমার এ বইয়ে 'খুন?' নামক গল্পটি ভৌতিক গল্প নয়। বলাবাহুল্য এমন ঘটনা আকছারই ঘটে। আমার এক ছোটভাই পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর দেবকুমার দাস তার আর এক সিনিয়র সহকর্মীর বুদ্ধিমত্তার গুণে একটা নিরাপরাধ মানুষ খুনের অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পায়; সেই কাহিনি দিয়েই 'খুন?' গল্পের প্লট নির্মাণ করেছি। অপর গল্পগুলো গ্রামবাংলায় প্রচলিত কাহিনির আদলে নিজের মতো করে ভৌতিক আবহে নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি। বইয়ের শেষ গল্পটি আমার পূর্বের গল্পগ্রন্থ 'দেওয়াবাড়ির মাঠ'-এর একটি সিরিজ গল্পের দ্বিতীয় পর্ব। পাঠকের কাছে গল্পগুলো গ্রহণযোগ্য হলে গল্পকারের চেষ্টা সার্থক হবে।

বইটি প্রকাশে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি, অকুণ্ঠ চিত্তে আমি তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে ছোটভাই দেবকুমার দাস, খান হাসানুল বান্না, গুরুচাঁদ বিশ্বাস, রেফাত বিন শফিক, শিমুল কুমার দাস, আমার শ্বশুর রেবতীরঞ্জন মণ্ডল, আমার স্ত্রী ঐশী মণ্ডল আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। আমার সহকর্মীরা আমাকে সতত উৎসাহ দেন লেখার জন্য। সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

শুভেচ্ছান্তে

বইমেলা ২০২৪

বিকাশ রায়

সূচিপত্র

খুন? ১১
মহিষখালীর খেয়াঘাটে ৩২
বিপ্রদাসের ঘটনাটা ৪৭
মহিমের কবর ৫৬
খগেন বসুর চশমা ৬৬

খুন?

১

খবরটা যখন থানায় এসে পৌঁছাল, ওসি ইস্কান্দার তখন সাব ইন্সপেক্টর দেবকুমারকে নিয়ে বাইরে বেরোচ্ছিলেন। ওসির একমাত্র মামাতো ভাইয়ের বউভাত, না গেলেই নয়।

‘শীতকাল ফুরিয়ে গেছে সদ্য, ফাল্গুন মাসের এ সময়টাতে এমন বিয়ের উৎসব লেগেই থাকবে; কয়টাতে যাব স্যার?’—দেবকুমার প্রশ্ন করে। দেবকুমারের প্রশ্নে ঈষৎ বিরক্ত হলেও ইস্কান্দার জানান, আত্মীয় পরিজনদের দু-একটা বিয়েতে হাজির না হওয়াটা খুবই বাজে প্র্যাক্টিস।

‘গাড়ি নিয়ে যাব স্যার? এখন তো শীত সামান্য, বাইকে গেলে হয় না?’—আবার প্রশ্ন করে দেবকুমার।

‘আরে কী সব আজেবাজে বকে চলেছ তখন থেকে? আমার মামতো ভাইয়ের বউভাতের গুরুত্ব তোমার কাছে মামাশ্বশুরের শ্রাদ্ধের চেয়েও তলানিতে নামল কী করে? বাইকে গেলে প্রেস্টিজ থাকবে?’—সহজ উত্তর ইস্কান্দারের।

ইস্কান্দার তালুকদার আর যাই হোক বেশ প্রেস্টিজ সচেতন পুলিশ অফিসার। ছাত্রজীবনে তিনি দুর্দান্ত এক স্বতন্ত্র স্টাইলে চলাফেরা করতেন, ইদানীং তিনি আসামি ধরা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজে সেই স্টাইলটাকেই প্রাধান্য দেন। তার মতে, দায়িত্ব পালন করা অবশ্যই উচিত এবং প্রধান বিবেচ্য, কিন্তু স্টাইলে স্বাতন্ত্র্য না থাকলে পালনকৃত দায়িত্বের শ্রীহীনতা মানুষকে হাসায়।

কথা চালাচালি করতে করতে গাড়ি বের করা হলো। থানার সামনে প্রকাণ্ড শিরিশগাছটা ফুল-পাতায় যুবতীর মতো নিজের সৌন্দর্য তুলে ধরেছে। সেদিকে তাকিয়ে আনমনে দেবকুমারের দিকে সিগারেট এগিয়ে দিয়ে পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করলেন ওসি ইস্কান্দার।

‘আচ্ছা দেবকুমার, এই গাছপালা দেখে দেখে শুনেছি কবির দল বেশ দুকথা লেখে। বিষয়টা কেমন হাস্যকর, না? পকেটে পয়সা নেই অথচ গাছ দেখে কবিতা! পারেও বটে!’

‘জি স্যার, কবিরা যেন কেমন ধরনের। কীসে যে আনন্দ পায়, বোঝা মুশকিল।’

ওসির সামনে সিগারেট টানতে দেবকুমারের আগ্রহ প্রায়ই দমে যায়। কেমন একটা কাঁচুমাচু মুখে সিগারেট ঠোঁটে চেপে আগুন ধরাতে যাবে, এমন সময় পকেটে মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল মিনতি নিয়ে। বিরক্ত দেবকুমার বলে, 'এই হয়েছে আর এক জ্বালা স্যার। কোথাও যে দুদণ্ড শান্তিতে যাব তার উপায় নেই। এখনই কোনো একটা তাড়া আসবে, আর সেটা করতে গেলেই নিমন্ত্রণ পণ্ড।'

ওসি বেশ মেজাজের সঙ্গেই বলে, 'আমি থাকতে কে তোমাকে তাড়ায়? ফোন ধরো, দেখি, কীসের কী? গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছি, এখন অন্য কাজ সব বন্ধ।'

অগত্যা ফোন রিসিভ করে দেবকুমার। আগত ফোনকলের নম্বরটা অপরিচিত কিন্তু কণ্ঠটা বেশ চেনা লাগল। মনে হলো বাজারের গাঁজার খোচড়টার গলা।

'স্যার, বাজারে যে পার্লার আপা আছে না? ওই যে স্যার এক এনজিও ভাইরে নিয়ে থাকে, ও বেটির বাড়িতে কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে! ভেতরে চ্যাঁচামেচি চলছে। এনজিওরে বের করেছে মনে হচ্ছে কিন্তু মহিলাডা মনে হয় ক্লিয়ার। তাড়াতাড়ি আসেন।'

'বললাম না স্যার?'

'কী হলো?'

'বাজারের ওই ছেমড়ির ঘরে আগুন লেগেছে স্যার। ওই যে সেই ঢ্যামনাডা—বর ছেড়ে এনজিওর এক ছেলেকে নিয়ে থাকে। গাড়ি ফেরাব স্যার?'

'ও। ওই সেই পার্লার বেটি? শালি তো জ্বালায়ে মারল। চলো তো! এই গাড়ি ঘুরাও। দেবকুমার, একটা অ্যাম্বুলেন্স ম্যানেজ করো, লাগতে পারে।'

দেবকুমারের পূর্বানুমান সত্যি হলো। পুলিশের গাড়ি নিমন্ত্রণে হাজিরা দিতে যাওয়ার বদলে দুর্ঘটনার দিকে ছুটল। আসন্ন বসন্তের আহ্বানে এখন রাস্তাজুড়ে ঝরাপাতার গান। সেদিকে তাকিয়ে কোন কবি কী লিখবে তাতে আর আগ্রহ নেই ইস্কান্দারের, তার মুখে এখন স্পষ্টতই বিরক্তির ছাপ।

ঘটনাস্থলে এসে দেবকুমার আর ইস্কান্দার অন্য লোকজনের সহায়তায় পার্লারের মালিক রাবেয়াকে উদ্ধার করল বটে, তবে সে বাঁচবে কি না এমন কোনো নিশ্চয়তা পেল না। শরীরের প্রায় সমগ্র অংশ আগুনে ঝলসে গেছে, চিৎকারের সামর্থ্যও নেই। রাবেয়ার বর্তমান স্বামীর নাম কামরান, শিকারপুরে কোনো এক এনজিওতে কাজ করে। ঘরে লাগা আগুনের আঁচ তার গায়ে সামান্য লাগলেও সে সম্পূর্ণ সুস্থ বলা যায়। তবু রাবেয়ার সঙ্গে তার স্বামী কামরানকেও হাসপাতালে পাঠানো হলো অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। সমগ্র এলাকাটা থমথমে। কেরোসিন পোড়া কালো ধোঁয়ার মতো এক ধরনের সাদা-কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী

চারদিকে, আগুনে পোড়া জিনিসপত্রের গন্ধ আসছে নাকে। সমগ্র কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে ওসি এখন গম্ভীর, চোখদুটো কিঞ্চিত কুঁচকে আছে বটে তবে তাতে সন্দেহভরা!

পুলিশের প্রথামতো প্রথমেই কয়েকজনকে কয়েকবার জেরা করা হয়ে গেল। কিন্তু প্রাথমিকভাবে তাদের কাছ থেকে আগুন লাগার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। সবাই মোটামুটি একই ধরনের বক্তব্য দিল। কামরান নাকি ঘুমিয়ে ছিল, আর তার বউ বাসার কাজকর্ম করছিল। এমন সময় কে যেন এসে দরজায় টোকা দেয়। দরজা খুললে সেই আগন্তুক নাকি তার বউয়ের গায়ে পেট্রোল ছুড়ে মেরে, দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা টেনে দিয়ে পালিয়েছে।

'সে কী কথা'—জিজ্ঞাসা করে ইস্কান্দার।

'জি স্যার, তবে ওদের মুখ থেকেও শুনতে পারতাম আমরা। কিন্তু সে উপায় নেই, তাদের দুজনকেই তো হাসপাতালে পাঠাতে হলো।'—বলল দেবকুমার।

'হ্যাঁ তা তো দেখলাম, রাবেয়ার অবস্থা ভালো না। বাঁচবে কি না কে জানে!'—কিছুটা চিন্তাযুক্তভাবে যেন আপন মনেই বলেন ওসি।

ওদিকে দেবকুমার কার সঙ্গে মোবাইল ফোনে কী একটা আলাপ সারার পর তড়িঘড়ি করে ওসিকে এসে বলল, 'স্যার আমাদের খোচড়টা এইমাত্র ফোনে জানাল, হাসাপাতালে নেওয়ার পরপরই জ্ঞান ফিরেছে রাবেয়ার কিন্তু শ্বাসনালির ভেতরে আগুনের আঁচে ঝলসে তার অবস্থা এমন যে, বাঁচার কোনো আশাই বোধহয় নেই।'

ইস্কান্দার তার কুঞ্চিত চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর সংবিৎ ফিরে পাওয়ার কায়দায় দেবকুমারের দিকে ফিরে বললেন, 'দেবকুমার, মহিলা হয়তো কিছু জানতে পারে, চলো ওকেই আগে ধরি।'

'সে কি আর ধরাধরির মতো আছে স্যার? শুধু শুধু সময় নষ্ট। তার চেয়ে যেখানে যাচ্ছিলাম স্যার সেখানে গেলে হয় না? বউভাতের ভোজটা স্যার এভাবে ছেড়ে দেওয়া কি মানবিক হবে?'

'বউভাত চুলোয় যাক, আমার নাকে কীসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি!'—সংশয়ভরা কণ্ঠে বললেন ইস্কান্দার।

'তা তো পাবেন স্যার, চারদিকে জিনিসপত্র কি কম পুড়ছে?'—দুষ্টুমিভরা উত্তর দেবকুমারের।

'ফাজলামি রাখো দেবকুমার। আগে যা বলছি তাই শোনো মন দিয়ে। আমার মন বলছে কিছু একটা ঘোটালা আছেই, চলো হাসপাতালে।'

'অগত্যা!'—দারুণ এক আশাহত স্বরে উচ্চারণ করল দেবকুমার।

পুলিশের গাড়ি এসে থামল বাজারের উত্তরমাথায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের

সামনে। ততক্ষণে সন্ধ্যা সমাগত। ওসি ইস্কান্দার প্রায় দৌড়ে ঢুকলেন ভেতরে, পেছনে পেছনে দেবকুমার। রোগীর শয্যা খুঁজে পেতে দেরি হলো না বেশি, কারণ মফস্বলের হাসপাতালে রোগী ভর্তি হলেও তারা বাড়ি ছেড়ে হাসপাতালের বেডে থাকতে পছন্দ করে না। ফলে রোগী বলতে এক রাবেয়া আর তার অর্ধ-অসুস্থ স্বামী।

দেবকুমার তার ব্যাগ থেকে খাতাকলম নিয়ে দ্রুত ইস্কান্দারের সঙ্গে গিয়ে বসল রাবেয়ার পাশে। কিন্তু ডাক্তার এসে মিনতি করলেন সেখানে না থাকতে। এখন কাজ ডাক্তারের, ফলে বিরক্ত করলে কাজের ক্ষতিই হবে।

ডাক্তারের কথা শুনে হতোদ্যম ওসি বিছানা ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন কিন্তু রাবেয়া নিজেই ইঙ্গিত দিতে ইস্কান্দার গিয়ে বসল তার শয্যায়। অদূরে কাতরাচ্ছে কামরান। মাঝে মাঝে কাতর নয়নে ইস্কান্দার আর দেবকুমারের দিকে তাকিয়ে মিনতি করছে তাকে বিরক্ত না করতে।

ইস্কান্দার কামরানের এসব কাতরানিতে কান দিলেন না। তিনি কর্তব্য পালনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হতে দেবকুমারকে ইঙ্গিত দিলেন। তার ইঙ্গিতে খাতাকলম নিয়ে দেবকুমারও প্রস্তুত হয়ে কাছে গেল বটে কিন্তু কিছু বলতেই পারছে না রাবেয়া। তবু চেষ্টার তার কমতি নেই। তার স্বামী কামরানও আগ্রহের সঙ্গে সেই কথাটা শুনতে ব্যগ্র, কিন্তু না, কিছুই বলতে পারছে না সে। অবশেষে অনেক কষ্টে ফিসফিসিয়ে শুধু একটা কথাই বলল, 'রাশেদ'।

ইস্কান্দার বিস্ময়ে দেবের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। দেবকুমার কী বুঝল কে জানে, সে কিছু লেখার দরকার মনে করল না। মনে হলো কামরানও দম ফেলল মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিক ফিরে, নির্ভার হয়ে শুয়ে থাকল চুপচাপ। চুপ করে গেলেন ইস্কান্দার, দেবকুমারও। এভাবে আরও কিছুক্ষণ কাটল। তারপর রাবেয়াও চুপ করে গেল, একেবারে।

'প্রত্যেক কাজের কিন্তু একটা স্টাইল থাকা উচিত দেবকুমার।'

'তা তো বটেই স্যার।'

'তাই বলছি এই তদন্তটা দুজনে মিলেই শুরু করি এবং শুরুতে একটা কথা বলে রাখি—'

'আর কথা কী স্যার। এ তো ওপেন অ্যান্ড শাট কেস। মহিলা তো ডেথ ডিক্লারেশন দিয়েছেই। এখন রাশেদকে নিয়ে লটকে দিলেই কাজ শেষ।'

'সে কী, তুমি কি ওই কথাটাকে ডেথ ডিক্লারেশন হিসেবে নিয়েছ নাকি? না না, ওটা তুমি তদন্তে উল্লেখ করবে না। ও বেটির বক্তব্য নিও না। শোনো দেবকুমার আমার স্টাইল হলো আসামি ছেড়ে দিয়ে আসামি ধরা। বুঝেছ?'

'কেমন স্যার?'

'মন বলছে অন্য কোনো ব্যাপার এর মধ্যে আছে। এটা এই রাশেদ কিংবা কামরানের কাছে জলবৎ তরলং কাজ নয়। এ মহিলার যা স্বভাব, তাতে অন্য কোনো ব্যাপার জড়িত থাকতে পারে এর মধ্যে। রাশেদ হলে এত দেরিতে আগুন দিত না ও বেটির ঘরে, আর কামরান হলে এত তাড়াতাড়ি আগুন দিত না।'

'সে কী রকম কথা স্যার?'

'সংসার কেবল জমে উঠেছে, এখন কি আর আগুন নিয়ে খেলার সময়? বুঝবে পরে। যাকগে—চলো, আগে বউভাত খেয়ে আসি।'

'এ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, আমি তো তোমার মনের কথাটা বুঝি, নাকি?'

পুলিশের গাড়িটা বার দুয়েক হর্ন বাজিয়ে বেরিয়ে গেল। বাতাসে এখন বাজারের পোড়া বাড়িটার গন্ধের মতো সন্দেহের তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। অবশ্য এস আই দেবকুমারের নাকে কেবলই পোলাও মাংসের গন্ধ ভেসে আসতে লাগল। এসবের মধ্যে অহেতুক সন্দেহের গন্ধ ঢুকিয়ে বসন্তের এই মনোরম সন্ধ্যাটা মাটি করতে চায় না সে। কী সুন্দর মৃদু বাতাস, আবছা আঁধারে গাছের পাতায় পাতায় যেন অচিন দেশের বারতা লুকিয়ে আছে। একটু পরে হয়তো চাঁদ উঠবে—আলো আঁধারের লুকোচুরিতে কী যে আকর্ষণীয় হবে তখন তাদের এই নৈশ অভিজান, আহ্! সেকি, দেবকুমার নিজেই কবি হয়ে উঠল নাকি?

বউভাত কিন্তু খাওয়া হলো না ইস্কান্দার আর দেবকুমারের। আবার সেই বিশ্বস্ত খোচড়টার ফোন এলো। ব্যাটার এলেম আছে বটে, পুলিশের চাকরিতে ঢুকলে নাম করত বেশ। খ্যা খ্যা করে একটা গা জ্বালানো হাসি হেসে সে জানাল—রাশেদই আগুন দিয়েছে। কথাটা পোক্ত করার জন্য সে এও জানাল যে, কাল সন্ধ্যায় রাশেদ শিকারপুরের একটা পাম্প থেকে পেট্রোল কিনেছিল একটা বোতলে করে। আর আজ দুপুরে তাকে বাজারে দেখা গিয়েছিল রাবেয়ার বাসার আশপাশেই। আগুন লাগার শোরগোল উঠলে তাকে দৌড়ে অন্যত্র চলে যেতে দেখেছে অনেকেই।

দেবকুমার মোটামুটি বিজ্ঞের মতো বলল, 'দেখেছেন স্যার, আমি যা বলেছিলাম তাই।'

'কী বলেছিলে যেন?' অন্যমনস্কের মতো প্রশ্ন করলেন ইস্কান্দার।

ওসি সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মোবাইল ফোনে পাওয়া সমস্ত তথ্য দেবকুমার তাকে জানালেন। মন দিয়েই হয়তো শুনলেন ওসি, কিছুটা চিন্তার ভাঁজ পড়ল তার কপালে। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে তারপর বললেন, 'আচ্ছা, চলো রাশেদকে তুলে আনি।'

বসন্তের হাওয়া ঠেলে, গাছের পাতায় আলোছায়ার খেলা দেখা ফেলে, দেবকুমারের বিরস অপ্রসন্ন মুখ সঙ্গী করে থানার গাড়ি ঘুরিয়ে দিল অন্যপথে।

২

খবরটা শুনে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল রাশেদের। ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেয়ে, গেলাসটা টেবিলে রাখতে গিয়েও হাত কাঁপছিল তার। মেয়েটাকে সে কী করে বলবে তার মায়ের মৃত্যুর খবর! শুধু মেয়ের কেন, তার কি কিছুই ছিল না রাবেয়া? যৌবনের প্রথমবেলায় ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সে রাবেয়াকে। দিনগুলো ফুরিয়েছে তাই বলে রাবেয়ার সঙ্গে তার মনের দেওয়া নেওয়া, ঘর বাঁধা স্মৃতিও কি ফুরিয়েছে? আজ সে পর হয়েছে কিন্তু রাশেদের মনে রাবেয়া কি এখনও অমলিন নয়? আর তাদের দুজনের পথচলার প্রাপ্তি, তাদের আদরের মেয়েটা, সে কি তাদের ভালোবাসার স্বাক্ষর নয়? হায়রে!

বিছানার ওপর বসে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল রাশেদের, কিন্তু ভাবনায় হঠাৎ ছেদ পড়ল। দরজায় কড়া নড়ে উঠল। সংবিৎ ফিরে পাওয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠল সে। কে এলো, এই অসময়ে?

দ্বিধাগ্রস্ত হাতে দরজা খুলে কিছুটা অবাকই হলো রাশেদ। অবাক কাণ্ড, আরে, এ যে পুলিশ! কিন্তু তার কাছে কেন? রাবেয়ার ঘরে আগুন লাগা কি কোনো পরিকল্পিত ঘটনা তবে? কিন্তু এসব ঘটনার সে কী জানে! কি জানি বাবা, দেখি পুলিশ কী বলে!

কিন্তু কোনো কিছু বলার বা জানার সুযোগ তার হলো না। দেবকুমার অত্যন্ত করিৎকর্মার ন্যায় তাকে পাকড়াও করে নিয়ে তুলল তাদের গাড়িতে। অপরাধীর মনস্তত্ত্ব বোঝার ক্ষমতা তার অসাধারণ। ঘটনা শুনেই দেবকুমার বুঝেছিল মূল অপরাধী এই রাশেদ। ধীরে ধীরে তার অনুমান যখন সত্যি বলে প্রতিভাত হলো তখন একটা বিজয়ের আনন্দ, একটা গর্বের হাওয়া তার মনে ভীষণভাবে দোলা দিয়ে গেল। করিৎকর্মার ন্যায় রাশেদের মেয়েটাকে তার নানির বাড়িতে রাখার জন্য দুজন লোককে ঠিক করে, তাদের কড়া নির্দেশ দিয়ে, স্বচ্ছন্দে, সগর্বে গাড়িতে উঠে ইস্কান্দারের পাশে গিয়ে বসল দেবকুমার।

ইস্কান্দার বললেন, ‘নাও, সিগারেট ধরাও।’

‘তাহলে!’ একটা বিস্ময় ও বিজয়ের ভঙ্গিতে দেবকুমার তাকায় ওসির দিকে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বিজ্ঞের মতো আবার বলে, ‘ডেথ ডিক্লারেশন অনুসারে রাশেদই দায়ী হলো শেষ পর্যন্ত, স্যার?’

‘তাই তো দেখছি। আচ্ছা দেবকুমার, তুমি কি ওটা লিখেছ?’

‘না স্যার, আপনিই তো...’

‘ও আচ্ছা। ওটা থাক, পরে হবে। আগে ব্যাটা মুখ খুলুক তখন না-হয় কোর্টে উত্থাপন করব।’